অর্থনীতিতে নারীর অস্বীকৃত অবদান ও নারীর ক্ষমতায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রভাব

সায়মা হক বিদিশা
ইসরাত জাহান

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের বড়ো ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যেমন মাতৃমৃত্যুহার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ, প্রজননহার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া, শ্রমবাজারেও নারী তার অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং দশ বছরেরও কম সময়ে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০১০-এ ৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারীরা অনেকাংশে পিছিয়ে রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা একদিকে নারীদের মূলধারার শ্রমবাজারে প্রবেশকে নিরুৎসাহিত করছে, অপরদিকে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পমজুরির কিংবা মজুরিবিহীন কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বোপরি বলা চলে যে, অর্থনীতিতে নারীর অবদান কেবল শ্রমবাজারে তার ভূমিকা দিয়ে নির্ণয় করলে চলবে না; কারণ নারী গৃহস্থালি ও প্রজননজনিত কাজের মাধ্যমে অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া, শিশু ও বৃদ্ধদের যত্ন নেয়া ইত্যাদি কাজগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এসব কাজ যেমন শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত হয় না, তেমনি জাতীয় আয় গণনাতেও গুরুত্ব পায় না।

নারীরা তাদের গৃহস্থালি ও প্রজননসংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পিতৃতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় এই অবদান অদৃশ্য ও অস্বীকৃতই থেকে যায়। বিভিন্ন গবেষণা ও পারিপার্শ্বিক উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, নারী তার সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধরনের কাজের পেছনে ব্যয় করে থাকে, যার কোনো সামাজিক কিংবা আর্থিক মূল্যায়ন করা হয় না। গৃহস্থালির এসব কাজ যদিও পরিবারের সকল সদস্যেরই দায়িত্ব, কিন্তু পুরো দায়ভার কেবল নারীর ওপরই বর্তায়। এ ধরনের গৃহস্থালি ও প্রজননসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের কারণে নারীরা মজুরিভিত্তিক শ্রমবাজারের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এ ধরনের অস্বীকৃত কাজের প্রকৃত স্বীকৃতি অর্জন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)-এর পক্ষে একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করি, যে সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা গৃহস্থালি ও প্রজননসংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে নারীর অস্বীকৃত অবদানকে বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ নিয়েছি ও দেখতে চেয়েছি যে, বিএনপিএস পরিচালিত সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মতো কর্মকাণ্ড নারীদের গৃহস্থালি কাজের দায়ভার কমাতে ও সমাজে তাদের অবস্থানের উন্নতি করতে সাহায্য করে কি না। আমাদের এই বিশ্লেষণ মূলত দেশের ৪টি অঞ্চলের ৩০০ জন ব্যক্তির ওপর প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যেখানে নারীদের গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব, কাজের বণ্টন, নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মনোভাব, নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা হয়েছে। জরিপের তথ্য উপাত্ত ছাড়াও ৮টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর মাধ্যমে বিষয়গুলোর গুণগত বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এই লেখায় উল্লিখিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের একটি সারাংশ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

পটভূমি

এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, নারীরা পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে তারা পরিবারে ও গৃহস্থালিতে যেসব কাজ করে থাকে, তার কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। অথচ এসব কাজ মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু জাতীয় আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব কাজকে হিসাবের আওতায়ই আনা হয় না। গবেষণায় দেখা যায় (খাতুন ২০১৫, তিতুমীর ও অন্যান্য ২০১৩; বিদিশা ও অন্যান্য ২০১৫), নারীরা তাদের সময়ের একটি বিরাট অংশ গৃহস্থালি কাজে ব্যয় করে, কিন্তু এই কাজের কোনো মজুরি প্রদান করা হয় না। এ ছাড়া, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নারীদের গৃহস্থালি কাজের কোনো মূল্যায়নও করা হয় না। দেখা যায়, তারা পারিবারিক বাধ্যবাধকতা বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে বিনা বেতনে ঘরের কাজ করতে বাধ্য হয়। পারিবারিক এসব কাজেরও কোনোপ্রকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় না বা কোনোপ্রকার মূল্যায়ন করা হয় না। অথচ এ ধরনের কাজ (গৃহস্থালি কিংবা পারিবারিক শ্রমভিত্তিক কাজ) যদি মজুরিভিত্তিক শ্রমবাজারের আওতায় সম্পাদন করা হতো, তাহলে পরিবারকে সে কাজের জন্য অর্থ প্রদান করতে হতো। কিন্তু গৃহস্থালি কিংবা পারিবারিক শ্রমভিত্তিক কাজের জন্য নারীরা কোনো ধরনের মজুরি পান না।

নারীদের গৃহস্থালি ও প্রজননভিত্তিক কাজকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে তিনটি; যথা, ১. এ ধরনের কাজ মজুরিযুক্ত নয়; ২. এসব কাজ ঘরে সম্পাদিত হয়; এবং ৩. পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। স্বীকৃতির অভাবে এবং উপযুক্ত উপাত্তের অভাবে এ ধরনের কাজের প্রকৃত হিসাব যথেষ্টই জটিল। এ ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে নারীরা নিজেরাই এ ধরনের কাজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন না এবং ফলস্বরূপ তারা এ ধরনের কাজকে কাজ হিসেবে উল্লেখও করেন না। এসব কারণে গৃহস্থালি ও প্রজননসম্পর্কিত কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

নারীদের গৃহস্থালি কাজের ভার কমানো এবং মূলধারার শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের (২০১৫) তথ্য অনুযায়ী, শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের হার বর্তমান অবস্থা থেকে বাড়িয়ে পুরুষের সমান করার মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (৫.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে) ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। অর্থাৎ নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ৮২ শতাংশ হলে তা জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে ১.৮ শতাংশ পরিমাণ অবদান রাখতে পারে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ নির্মাণের প্রত্যয়ে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিএনপিএস নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে কাজের অন্যতম কৌশল হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে শুরু থেকেই সংস্থাটি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি সংস্থা তাদের কর্মএলাকায় নারীর গৃহস্থালি ও প্রজননসংক্রান্ত কাজের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত কর্মভার লাঘবের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিএনপিএস-এর এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট দলে আলোচনা (এফজিডি), যাতে নারীদের বাইরে তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোটাদাগে এসব এফজিডির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পুরুষদের সচেতন করা এবং নারীদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- সমঅধিকার বিষয়ে নারীদের সচেতন করা;
- বেআইনি ও অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কিছু চাপিয়ে দিলে তার জন্য তাদের প্রতিবাদী করে তোলা;

- বাড়িতে বা বাড়ির বাইরের কাজে যুক্ত হতে নারীদের সমর্থ করে তোলা;
- পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বাড়ির কাজ ও সন্তান লালনপালনে উৎসাহী করে তোলা;
- পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের সচেতন মতামত প্রদানে সক্ষম করে তোলা।

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পুরুষদের মধ্যে করা এফজিডির মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- নারীদের রাষ্ট্রের সমান নাগরিক হিসেবে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা;
- নারীদের অধিকার ভোগে বাধা সৃষ্টি না করা এবং এর অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করা;
- ঘরের কাজে নারীদের সাহায্য করায় পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করা;
- পারিবারিক বিষয়াদিতে স্ত্রীদের মতামত গ্রহণে স্বামীদের উদ্বুদ্ধ করা; এবং
- উপার্জনমূলক কাজে নারীদের যুক্ত করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা।

এগুলো ছাড়াও বিএনপিএস আরো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে, যা নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়সমূহ ছিল : ১. সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা; ২. সমাজ, পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান; ৩. গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং গর্ভকালীন কাজের চাপ; ৪. প্রজননসংক্রান্ত অধিকার; ৫. নারীদের মজুরিবিহীন কাজের চাপ; ৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি।

তথ্য সংকলন ও গবেষণা পদ্ধতি

বিএনপিএস-এর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অন্যান্য বিষয় ছাড়াও নারী-পুরুষের মধ্যে গৃহস্থালি কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই কার্যক্রম দেশের তিনটি জেলার পাঁচটি এলাকায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচালিত হয়। এলাকাগুলো হলো ঢাকা জেলার খিলগাঁও, চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া ও সন্দ্বীপ এবং নেত্রকোনা জেলার নেত্রকোনা সদর ও বারহাট্টা। অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে নির্দিষ্ট কর্মএলাকাগুলোর লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য নারী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এফজিডিতে পুরুষরাও অংশগ্রহণ করছেন। গত তিন-চার বছর যাবৎ এই কার্যক্রম নিয়মিতভাবে উক্ত এলাকাগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমরা সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রমের ফলাফল যাচাই করবার জন্য ৩২০টি খানায় একটি জরিপ চালাই, যেখানে বিএনপিএসভুক্ত ও বিএনপিএস-বহির্ভূত উভয় দলেরই নারী ও পুরুষেরই মতামত গ্রহণ করি। যোগাযোগের সমস্যার জন্য সন্দ্বীপ ছাড়া ৩টি জেলার মোট ৪টি অঞ্চলে জরিপকাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এই গবেষণায় খানাভিত্তিক জরিপ ও এফজিডির মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিএনপিএস-এর সচেতনতামূলক কার্যক্রম মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নমুনাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে : একটি ভাগে রাখা হয়েছে বিএনপিএস পরিচালিত সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দল (বিএনপিএসভুক্ত) এবং অপর ভাগে রাখা হয়েছে বিএনপিএস পরিচালিত সচেতনতামূলক কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করছেন না (বিএনপিএস-বহির্ভূত)।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেবল বিবাহিত নারীদেরই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও দৈবচয়নের মাধ্যমে এই জরিপ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বিএনপিএসভুক্ত নমুনার স্বামীরাও যাতে জরিপের আওতায় আসেন, সে ব্যাপারে নজর দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মনোভাব ও কাজ বণ্টন সম্পর্কে তাদের

মনোভাব বোঝা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিএনপিএসভুক্ত ও বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যথেষ্ট মিল রয়েছে।

জরিপের ফলাফল

জরিপে অন্তর্ভুক্ত পরিবারের বৈশিষ্ট্য

আগেই বলা হয়েছে, জরিপকৃত পরিবারগুলোকে বিএনপিএসভুক্ত ও বিএনপিএস-বহির্ভূত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মোট নমুনার ৭৩.৭৫ শতাংশ গ্রাম এলাকা থেকে এবং বাকিগুলো শহর এলাকা থেকে নেয়া হয়েছে। গ্রামের নমুনাগুলোর ৬৪.৮৩ শতাংশ বিএনপিএস পরিচলিত কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে।

সারণি ১ : পরিবারপ্রধানের সাথে নারী উত্তরদাতার সম্পর্ক

পরিবারপ্রধানের সাথে সম্পর্ক	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	মোট উপাত্ত
পরিবারপ্রধান	৪	১	৫
স্ত্রী	১৯৯	১১৪	৩১৩
কন্যা	০	১	১
শাশুড়ি	১	০	১
মোট	২০৬	১১৬	৩২০

১ নম্বর সারণি থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ নারীই পরিবারের স্ত্রী, যেখানে অল্পসংখ্যক হচ্ছেন পরিবারপ্রধান বা শাশুড়ি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, নারীদের পাশাপাশি তাদের স্বামীদেরও আলাদাভাবে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাদের বয়সের বিভিন্ন ভাগ নিচের সারণি ২-এ দেয়া হলো। এখানে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ উত্তরদাতার বয়স ৩৫ থেকে ৪৪-এর মধ্যে।

সারণি ২ : উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস

বয়সের ভাগ	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্ত (%)
১৫-২৪	২৫ (১২.২৫)	২৬ (২২.৪১)	৫১ (১৫.৯৪)
২৫-৩৪	৫১ (২৫)	৩০ (২৫.৮৬)	৮১ (২৫.৩১)
৩৫-৪৪	৬০ (২৯.৪১)	৪৩ (৩৭.০৭)	১০৩ (৩২.১৯)
৪৫-৫৪	৫০ (২৪.৫১)	১৩ (১১.২১)	৬৩ (১৯.৬৯)
৫৫-৬৫	১৮ (৮.৮২)	৪ (৩.৪৫)	২২ (৬.৮৮)
মোট	২০৪ (১০০)	১১৬ (১০০)	৩২০ (১০০)

সারণি ৩ : উত্তরদাতাদের শিক্ষা

শিক্ষা	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্ত (%)
কখনো স্কুলে যান নি	৫০.২৬	২৫.৬৯	৪১.৩৯
কিন্ডারগার্টেন	০.৫২	০.০০	০.৩৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১.০৯	৩৯.৪৫	৩৪.১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬.৫৮	২৯.৩৬	২১.১৯
এসএসসি/সমমান	১.০৪	১.৮৩	১.৩২

শিক্ষা	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্ত (%)
কলেজ	০.০০	০.৯২	০.৩৩
এইচএসসি/সমমান	০.৫২	১.৮৩	০.৯৯
বিএ/বিএসসি/ফাজিল	০.০০	০.৯২	০.৩৩
মোট	১০০ (১৯৩)	১০০ (১০৯)	১০০ (৩০২)

সারণি ৩-এ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪১ শতাংশ উত্তরদাতার কোনো পড়াশোনা নেই। ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়েছেন। খুব কমসংখ্যক উত্তরদাতা হাইস্কুল বা মাধ্যমিক পাস করেছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। বিএনপিএসভুক্ত দল এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের শিক্ষাগত যোগ্যতায় দেখা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের ৫০ শতাংশ লেখাপড়া জানেন না, যেখানে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলে এই সংখ্যা মাত্র ২৫ শতাংশ। এটি প্রমাণ করে যে বিএনপিএস-এর কার্যক্রম কম শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পরিচালিত হয়।

চিত্র ১ : পরিবারের আয়ের বিন্যাস

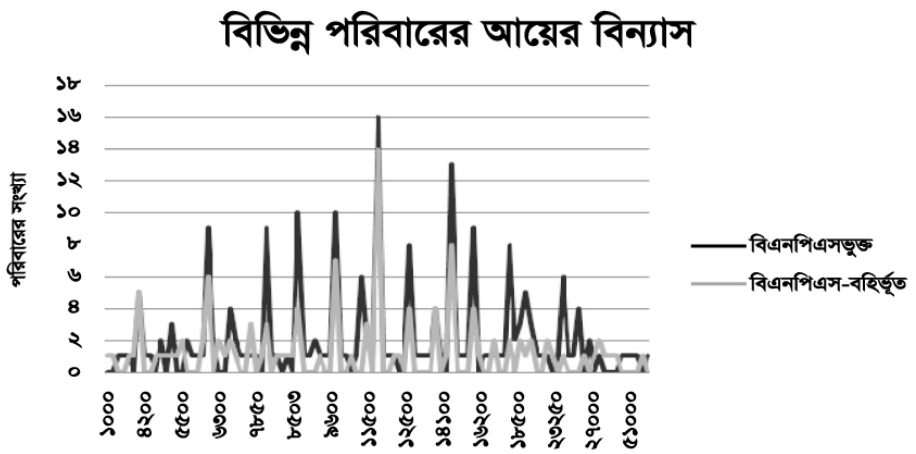

গৃহস্থালির আয়ের ব্যাপারে দেখা যায়, মাত্র ৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী গৃহস্থালিতে আয়মূলক কাজে নিয়োজিত আছেন। চিত্র ১-এ বিএনপিএসভুক্ত এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের আয়ের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যে, দুই দলের আয়বিন্যাস প্রায় একইরকম, যা দুই দলকে তুলনা করতে সহযোগিতা করে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের থেকে কিছুটা উন্নত।

সারণি ৪ : উত্তরদাতাদের পেশা

পেশা	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্ত (%)
গৃহিণী	৮৫.২৯	৯৩.৯৭	৮৮.৪৪
দিনমজুর	৫.৮৮	০	৩.৭৫
স্বনিয়োজিত	৬.৩৭	৩.৪৫	৫.৩১
বেতনভুক্ত কর্মচারী	২.৪৫	২.৫৯	২.৫

এখানে আরো লক্ষ করা যায় যে, ৮৫.২৯ শতাংশ বিএনপিএসভুক্ত নারী এবং ৯৩.৯৭ শতাংশ বিএনপিএস-বহির্ভূত নারী গৃহিণী। সুতরাং দেখা যায়, উভয় দলের খুব কমসংখ্যক নারী উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত।

পরিমাণগত বিশ্লেষণ

এই প্রাথমিক জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের আর্থ-সামাজিক বিষয়, বিশেষ করে গৃহস্থালির কাজের মাধ্যমে তাদের অবদানের বিষয়ে ধারণা লাভ করা। উক্ত জরিপে নারীর ক্ষমতায়ন, গতিশীলতা এবং কাজের বণ্টন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারীদের চলাফেরার স্বাধীনতা

চলাফেরার স্বাধীনতা নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড়ো সূচক। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমতিসাপেক্ষে চলাচল করতে পারেন। চলাফেরা সম্বন্ধে উভয় দলের নারীদের সাথেই কথা বলা হয় এবং সারণি ৫-এ এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে, উভয় দলের নারীদেরই যাত্রাপালা, মেলা, সিনেমা, ইত্যাদি দেখতে যাওয়ার অনুমতি নেই।

সারণি ৫ : নারীদের চলাফেরা সম্পর্কিত তথ্য

	বিএনপিএসভুক্ত (%)			বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)		
	প্রয়োজন অনুযায়ী	একা যেতে পারেন	অনুমতি নেই	প্রয়োজন অনুযায়ী	একা যেতে পারেন	অনুমতি নেই
নিজ বাড়ির বাইরে কাজ	৫১.৯৬	৩৯.২২	৮.৮২	৪৩.৯৭	৩৩.৬২	২২.৪১
মায়ের বাড়িতে যাওয়া	২৭.৯৪	৫৮.৩৩	১৩.৭৩	১৮.৯৭	৭০.৬৯	১০.৩৪
প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়া	১৩.৭৩	৮৬.২৭	০	৫.১৭	৯৪.৮৩	০
ডাক্তারের কাছে যাওয়া	৪৯.০২	৫০.৪৯	০.৪৯	৫৬.০৩	৪৩.১	০.৮৬
বন্ধুবান্ধব/আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া	৪৯.৫১	৪৩.১৪	৭.৩৫	৪৮.২৮	৪৮.২৮	৩.৪৫
বাজারে/কেনাকাটা করতে যাওয়া	৩৪.৮	৪৩.১৪	২২.০৬	১৪.৬৬	৩৮.৭৯	৪৬.৫৫
যাত্রা/মেলা/সিনেমাতে যাওয়া	৩৮.৭৩	৬.৩৭	৫৪.৯	১০.৩৪	৮.৬২	৮১.০৩
ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে/পূজা/মাজার/মসজিদে যাওয়া	৩০.৩৯	৬৬.১৮	৩.৪৩	৪১.৩৮	৫০	৮.৬২
সমিতি/কো-অপারেটিভ/নারী সংগঠনে যাওয়া	১৪.২২	৭৭.৯৪	৭.৮৪	২১.৫৫	৫৬.০৩	২২.৪১

দেখা যায়, বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের চেয়ে বিএনপিএসভুক্ত দলের এসব ক্ষেত্রে চলাফেরার বাধ্যবাধকতা কম। অনুরূপভাবে, বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৪৭ শতাংশের কোনো অনুমতি নেই। অপরপক্ষে বিএনপিএসভুক্ত দলে এ সংখ্যা হচ্ছে ২২ শতাংশ। বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের অধিকাংশ নারীর সমিতি/সমবায় সমিতিতে যোগদান করার অনুমতি নেই, অথচ বিএনপিএসভুক্ত দলের ৭৮ শতাংশ নারী সমিতিতে যোগ দিতে পারেন। ধর্মীয় কাজে মোটামুটি সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। অপরদিকে যাত্রা, মেলা, সিনেমা দেখতে যাবার ক্ষেত্রে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের অর্ধেক নারী অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রতিবেশী বা

আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে উভয় দলেরই তেমন বিধিনিষেধ নেই। কাজে যাওয়ার ব্যাপারে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ২২.৪১ শতাংশের অনুমতি নেই। বিএনপিএসভুক্ত দলে এই হার হচ্ছে ৯ শতাংশ। সুতরাং দেখা যায়, বিএনপিএস-বহির্ভূত দল থেকে বিএনপিএসভুক্ত দলের সদস্যদের চলাফেরার স্বাধীনতা বেশি। চিত্র ৬-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬ : চলাফেরায় স্বামী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নারীদের শতকরা হার

	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
নিজ বাড়ির বাইরে কাজ	৯৭.৬	৯৭.৪৪	৯৭.৫৪
মায়ের বাড়িতে যাওয়া	৯৪.১৯	৯২.১১	৯৩.৫৫
প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়া	৯০.৬৩	৯১.৬৭	৯০.৯১
ডাক্তারের কাছে যাওয়া	৯৩.১৪	৯৮.৪৮	৯৫.২৪
বন্ধুবান্ধব/আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া	৯৪.০২	৯৬.৮৩	৯৫
বাজারে/কেনাকাটা করতে যাওয়া	৯৩.১	৯৭.১৮	৯৪.৬৫
যাত্রা/মেলা/সিনেমাতে যাওয়া	৯৬.৩৪	৯৬.২৬	৯৬.৩১
ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে/পূজা/মাজার/ মসজিদে যাওয়া	৯৫.৬৫	৯৮.৩৩	৯৬.৯
সমিতি/কো-অপারেটিভ/নারী সংগঠনে যাওয়া	৯৫.৭৪	৯৮.১৮	৯৭.০৬

সারণি ৬ থেকে দেখা যায়, যেকোনো ধরনের কাজে উভয় দলের নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীরা একটি বড়ো বাধা। ৯০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকেন। তবে পাড়াপ্রতিবেশী, ডাক্তার ও কেনাকাটা করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিএনপিএসভুক্ত দলের নারীরা কিছুটা কম বিধিনিষেধের সম্মুখীন হন।

স্বামী কর্তৃক কাজ ভাগ করে নেয়া

দক্ষিণ এশিয়ার দেশের নারীরা সাধারণত ঘরের সকল কাজ, রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, সন্তান পালনসহ কৃষিভিত্তিক সকল কাজ একাই করে থাকেন। এই কাজের জন্য তারা কোনো সম্মানী বা স্বীকৃতি পান না। বিএনপিএস-এর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব বেতনবিহীন কাজের ক্ষেত্রে নারীরা যেন তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন। এফজিডির মাধ্যমে তাই পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়, যাতে স্বামীরা স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করেন। সারণি ৭-এ যেসব স্বামী তাদের স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করেন তাদের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের স্বামীরা বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীদের গৃহস্থালি কাজে বেশি সহযোগিতা করে থাকেন।

সারণি ৭ : গৃহস্থালি কাজে স্বামীদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত নারীদের শতকরা হার

কাজের ধরন	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)
রান্নাবান্না/খাবার প্রস্তুতকরণ	৩৬.৯৭	২৫
ধোয়ামোছা	১৯.৬১	১০.৩৪
বাচ্চাদের যত্ন নেয়া	৮২.৮৬	৬৮.৯৭

কাজের ধরন	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)
বাচ্চাদের পড়ানো	৯১.৬৭	১০০
পশুপাখি পালন	৫৭.১৪	২৫
পরিবারের বয়স্ক/অসুস্থ সদস্যদের দেখাশোনা করা	৬৯.২৩	৩৩.৩৩
অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ (উল্লেখ করুন)	১০০	১০০
রান্নার জন্য জ্বালানি সংগ্রহ	৮৫	৪৪.৮৩
পানি ব্যবস্থাপনা (দূর থেকে পানি নিয়ে আসা)	৬৪	৫২.১৭

কৃষিভিত্তিক অথবা অকৃষিভিত্তিক কাজ উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের স্বামীরা বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের স্বামীদের চাইতে বেশি সহযোগিতা করে থাকেন। তবে গৃহস্থালি কাজ, বিশেষ করে রান্না করা, কাপড় কাচা বা ঘরদোর পরিষ্কার করায় সহযোগিতার হার কম। বিএনপিএসভুক্ত দলের ১৯.৬ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ১০.৩৪ শতাংশ স্বামী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করেন। বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে উভয় দলের স্বামীরাই অনেক বেশি সহযোগিতা করে থাকেন। উপরন্তু, ৮৩ শতাংশ বিএনপিএসভুক্ত দলসদস্যের স্বামী বাচ্চাদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকেন। বিএনপিএস-বহির্ভূত দলে এই হার ৬৯ শতাংশ। বাচ্চাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা বিষয়ে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের সকলেই স্বামীর সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। অপরদিকে, বিএনপিএসভুক্ত দলে এই হার হচ্ছে ৯২ শতাংশ। অনুরূপভাবে, বয়স্ক সদস্যদের সেবার ক্ষেত্রে বিএনপিএসভুক্ত দলে স্বামীদের সহযোগিতার হার ৬৯ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলে ৩৩ শতাংশ। অন্যান্য বিষয়, যেমন পানি আনা, লাকড়ি সংগ্রহ করা, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু নারী বলেছেন যে, তাদের স্বামীরা তাদের এসব কাজে সহযোগিতা করেন।

সারণি ৮ থেকে দেখা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের নারীরা আয়মূলক কাজে গড়ে প্রতিদিন ০.৯৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন। অপরদিকে, বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের নারীরা গড়ে প্রতিদিন ব্যয় করেন ০.৮০ ঘণ্টা। এক্ষেত্রে সময় কম ব্যয়িত হবার কারণ হলো তারা কাজের জন্য বাইরে যান না। নারীরা গড়ে ২.৩৬ ঘণ্টা আয়-উপার্জন সহায়ক কাজ করে থাকেন। অথচ এজন্য তাদের কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না। এই কাজগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষিভিত্তিক এবং অকৃষিভিত্তিক কাজ। অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে নারীরা গড়ে ৯.২৫ ঘণ্টা ব্যয় করেন। তবে উভয় দলে এই হার একই রকম। ফলে দেখা যায়, নারীরা প্রতিদিন মাত্র ১১ ঘণ্টা সময় পান তাদের নিজেদের কাজকর্ম করা বা বিশ্রামের জন্য।

সারণি ৮ : বিভিন্ন কাজে নারীদের ব্যয়িত সময় (ঘণ্টা)

কাজ	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	মোট উপাত্তের গড়
আয়মূলক কাজ	০.৯৮	০.৮০	০.৯২
বাইরের কাজ (যাতায়াতের সময়সহ)	০.৯৮	০.৮০	০.৯২
উপার্জন সহায়ক কাজ	২.২৮	২.৫০	২.৩৬
পরিবার সদস্যদের বিনা বেতনে কৃষিকাজে সাহায্য করা	০.৮৮	০.৮৬	০.৮৭
পরিবার সদস্যদের বিনা বেতনে অ-কৃষিকাজে সাহায্য করা	১.৪০	১.৬৩	১.৪৯
গৃহস্থালির কাজ	৯.১৯	৯.৩৫	৯.২৫
রান্নাবান্না/খাবার প্রস্তুতকরণ	৩.৯০	৩.৬০	৩.৭৯
ধোয়ামোছা	১.৫২	১.৬০	১.৫৫

কাজ	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	মোট উপাত্তের গড়
বাচ্চাদের যত্ন নেয়া	১.৫৪	১.৬৭	১.৫৯
বাচ্চাদের পড়ানো	০.৫৯	০.৬৬	০.৬২
পশুপাখি পালন	০.৫৫	০.৫৭	০.৫৬
পরিবারের বয়স্ক/অসুস্থ সদস্যদের দেখাশোনা করা	০.২৩	০.১৯	০.২১
অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ (উল্লেখ করুন)	০.০৬	০.০৪	০.০৬
রান্নার জন্য জ্বালানি সংগ্রহ	০.৪৬	০.৫৯	০.৫১
পানি ব্যবস্থাপনা (দূর থেকে পানি নিয়ে আসা)	০.২৪	০.৩২	০.২৭
অন্যান্য ১ (উল্লেখ করুন)	০.১০	০.১১	০.১০
অন্যান্য ২ (উল্লেখ করুন)	০.০০	০.০০	০.০০
ব্যক্তিগত কাজ	১১.৪৯	১১.৩৭	১১.৪৪
ব্যক্তিগত কাজ; যেমন খাওয়া, গোসল করা, কাপড় কাচা	২.০৯	২.০৯	২.০৯
টিভি/সিনেমা দেখা/খেলাধুলা/বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো/ অন্যান্য সামাজিকতা	১.৮৬	১.৮৯	১.৮৭
সামাজিক কাজ, প্রতিবেশীদের সাহায্য করা	০.২৪	০.২০	০.২৩
পড়াশোনা	০.০২	০.০৫	০.০৩
ঘুমানো	৭.২৭	৭.১৩	৭.২২

সারণি ৯ থেকে দেখা যায়, পুরুষরা সারাদিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে (কমপক্ষে গড়ে ৭ ঘণ্টা) ব্যস্ত থাকেন এবং গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় গৃহস্থালির কাজে ব্যয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নারীরা ঘরের কাজে প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা ব্যয় করলেও আয়মূলক কাজে ১ ঘণ্টাও ব্যয় করেন না।

সারণি ৮ ও ৯ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা সাহায্য করলেও গৃহস্থালির কাজে নারীরাই বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেন। নারীরা আয়মূলক কাজে তেমন একটা সময় ব্যয় করেন না বা করবার সুযোগ পান না। শ্রমের এই বৈষম্যমূলক বিভাজন নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক এবং তাদের আর্থিক স্বাধীনতার অন্তরায়।

সারণি ৯ : বিভিন্ন কাজে পুরুষদের ব্যয়িত সময় (ঘণ্টা)

কাজ	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	মোট উপাত্তের গড়
আয়মূলক কাজ	৭.৪১	৬.৪৭	৭.০৭
বাইরের কাজ (যাতায়াতের সময়সহ)	৭.৪১	৬.৪৭	৭.০৭
উপার্জন সহায়ক কাজ	২.৫৬	৩.৬২	২.৯৫
পরিবার সদস্যদের বিনা বেতনে কৃষিকাজে সাহায্য করা	১.১৪	০.৯১	১.০৫
পরিবার সদস্যদের বিনা বেতনে অ-কৃষিকাজে সাহায্য করা	১.৪৩	২.৭২	১.৮৯
গৃহস্থালির কাজ	২.৪৩	২.৩২	২.৩৯
রান্নাবান্না/খাবার প্রস্তুতকরণ	০.৪১	০.২৭	০.৩৬
ধোয়ামোছা	০.০৯	০.০৮	০.০৯

কাজ	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	মোট উপাত্তের গড়
বাচ্চাদের যত্ন নেয়া	০.৫৪	০.৪০	০.৪৯
বাচ্চাদের পড়ানো	০.১৭	০.২৩	০.১৯
পশুপাখি পালন	০.৫১	০.৫০	০.৫১
পরিবারের বয়স্ক/অসুস্থ সদস্যদের দেখাশোনা করা	০.১০	০.১০	০.১০
অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ (উল্লেখ করুন)	০.০২	০.০০	০.০১
রান্নার জন্য জ্বালানি সংগ্রহ	০.৩৫	০.৪৬	০.৩৯
পানি ব্যবস্থাপনা (দূর থেকে পানি নিয়ে আসা)	০.১৬	০.২৬	০.২০
অন্যান্য ১ (উল্লেখ করুন)	০.০৭	০.০১	০.০৫
অন্যান্য ২ (উল্লেখ করুন)	০.০০	০.০০	০.০০
ব্যক্তিগত কাজ	১১.৪৪	১১.২৮	১১.৩৮
ব্যক্তিগত কাজ; যেমন খাওয়া, গোসল করা, কাপর কাচা	১.৯৭	১.৯৭	১.৯৭
টিভি/সিনেমা দেখা/খেলাধুলা/বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো/অন্যান্য সামাজিকতা	১.৮৪	১.৮৩	১.৮৪
সামাজিক কাজ, প্রতিবেশীদের সাহায্য করা	০.৪৬	০.৫১	০.৪৮
পড়াশোনা	০.০১	০.০৩	০.০১
ঘুমানো	৭.১৬	৬.৯৫	৭.০৮

কাজের বণ্টন সম্পর্কে মনোভাব

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নারীদের গৃহস্থালির কাজকে কোনো হিসাবে আনা হয় না। নারীদের অধিকাংশ সময় এসব কাজকর্মে ব্যয়িত হয়ে থাকে, কিন্তু পরিবারে বা সমাজে সেসব কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি জাতীয় পরিসংখ্যানেও এর কোনো উল্লেখ নেই।

সারণি ১০ থেকে জানা যায়, যেসব নারী বিএনপিএস পরিচালিত সচেতনতামূলক কাজে অংশ নিয়েছেন, তারা নারীদের ঘরের বাইরের কাজের পক্ষে মত দিয়েছেন। অথচ বিএনপিএস-বহির্ভূত খুব অল্প সংখ্যক নারী ঘরের বাইরের কাজের পক্ষে মত দিয়েছেন। সারণি ১১ থেকে দেখা যায়, যেসব পুরুষ এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন, তাদের ৫৯ শতাংশ নারীদের বাইরের কাজের পক্ষে মত দিয়েছেন, যেখানে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৩৭ শতাংশ মাত্র নারীদের বাইরের কাজের পক্ষে বলেছেন। অপরদিকে, যেসব নারী এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন তাদের ৬১ শতাংশ পুরুষের একক সিদ্ধান্তের বিপক্ষে, অথচ বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের নারীরা পুরুষের একক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন কম।

সারণি ১০ : কাজের বণ্টন বিষয়ে নারীদের মনোভাব

	দৃঢ়ভাবে একমত (%)		একমত (%)		নিরপেক্ষ (%)		অমত (%)		দৃঢ়ভাবে অমত (%)	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত নয়, বরং পরিবারের দেখাশোনা করা উচিত	৭.৩৫	৫.১৭	১০.২৯	১৯.৮৩	৪.৪১	৭.৭৬	৫১.৯৬	৩১.০৩	২৫.৯৮	৩৬.২১
সুযোগ থাকলে মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত	৩৯.২২	৪১.৩৮	৫০.৪৯	৪৩.১	৭.৩৫	১২.৯৩	২.৯৪	১.৭২	.	০.৮৬
পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরুষদেরই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন বাচ্চাদের পড়াশোনা, মেয়ের বিয়ে, কেনাকাটা ইত্যাদি	৪.৪১	৬.০৩	৫.৮৮	১০.৩৪	২.৯৪	৬.৯	৬১.৭৬	৩৭.৯৩	২৫	৩৮.৭৯
পরিবারের ছোটখাটো বিষয়ে পুরুষদেরই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন খাবার কেনা, কাপড়চোপড় কেনা ইত্যাদি	১.৪৭	০.৮৬	৩.৯২	৬.০৩	০.৯৮	১০.৩৪	৬৯.৬১	৪৭.৪১	২৪.০২	৩৫.৩৪
রান্নাবান্না এবং বাড়ির কাজ করা পরিবারের সকল সদস্যের দায়িত্ব	৩০.৮৮	৩৯.৬৬	৬০.২৯	৪৬.৫৫	৩.৯২	২.৫৯	৩.৯২	১১.২১	০.৯৮	.
ঘরের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা	৩২.৩৫	৪১.৩৮	৬৬.১৮	৫১.৭২		৬.০৩	১.৪৭	০.৮৬	.	.
বাচ্চা প্রতিপালনের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা	৩৪.৩১	৫২.৫৯	৬০.৭৮	৪৩.১	১.৯৬	৩.৪৫	২.৯৪	০.৮৬	.	.
মেয়েদের গৃহস্থালি কাজের মূল্য ও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত	৪৯.০২	৫০	২৪.৫১	৩১.০৩	২৩.০৪	১৮.১	২.৪৫	০.৮৬	০.৯৮	

	দৃঢ়ভাবে একমত (%)		একমত (%)		নিরপেক্ষ (%)		অমত (%)		দৃঢ়ভাবে অমত (%)	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
গৃহস্থালি কাজ মেয়েদের করা উচিত, কারণ বাইরে কাজ করা নিরাপদ নয়	৪.৪১	৮.৬২	২০.৫৯	১৮.১	২.৪৫	১৩.৭৯	৫৭.৮৪	৩৬.২১	১৪.৭১	.
বাচ্চাদের যত্ন নেয়া নারীদের কাজ, কেননা তারা জন্ম দেন	৭.৩৫	৭.৭৬	৮.৩৩	৯.৪৮	১.৪৭	৫.১৭	৫৭.৮৪	৩৪.৪৮	২৫	৪৩.১
গর্ভাবস্থায় নারীদের ভালো খাবার দেয়া উচিত	৫২.৯৪	৬৪.৬৬	৪২.৬৫	৩১.০৩	২.৯৪	.	০.৯৮	৩.৪৫	০.৪৯	০.৮৬
গর্ভাবস্থায়, নারীদের গৃহস্থালি কাজের চাপ কম থাকা উচিত	৫২.৯৪	৬৫.৫২	৪৬.০৮	৩২.৭৬	.	.	০.৪৯	১.৭২	০.৪৯	.
১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়	৩৯.২২	৫৬.৯	৫৮.৮২	৩৮.৭৯	১.৪৭	০.৮৬	.	৩.৪৫	০.৪৯	.
১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়	৩১.৮৬	৫১.৭২	৬১.২৭	৪০.৫২	২.৪৫	০.৮৬	৩.৪৩	৬.৯	০.৯৮	.
স্ত্রীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন	১৬.১৮	১০.৩৪	৪৫.১	৩৬.২১	৩.৪৩	৭.৭৬	২৪.০২	২২.৪১	১১.২৭	২৩.২৮
স্ত্রীরা সন্তান সংখ্যা/দুটি সন্তানের মাঝে বিরতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন	১৫.২	১০.৩৪	৬২.২৫	৪৩.৯৭	১.৯৬	৫.১৭	৯.৩১	১৬.৩৮	১১.২৭	২৪.১৪
নারীদের নিজেদের জন্য কিছু সময় দেয়া উচিত, যদিও তারা ঘরের কাজ করেন (যেমন বই পড়া, খবর শোনা ইত্যাদি)	৪১.১৮	৪৫.৬৯	৫৮.৩৩	৫০	০.৪৯	০.৮৬	.	৩.৪৫	.	.

সারণি ১১ : কাজের বণ্টন বিষয়ে পুরুষদের মনোভাব

	দৃঢ়ভাবে একমত (%)		একমত (%)		নিরপেক্ষ (%)		অমত (%)		দৃঢ়ভাবে অমত (%)	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত নয়, বরং পরিবারের দেখাশোনা করা উচিত	১১.২৭	৭.৭৬	২০.৫৯	৩৩.৬২	৮.৩৩	৮.৬২	৪৪.১২	১৯.৮৩	১৫.৬৯	৩০.১৭
সুযোগ থাকলে মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত	২৩.০৪	৩৪.৪৮	৫৮.৮২	৩৭.০৭	১২.২৫	১৪.৬৬	৫.৮৮	১২.৯৩	.	০.৮৬
পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরুষদেরই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন, বাচ্চাদের পড়াশোনা, মেয়ের বিয়ে, কেনাকাটা ইত্যাদি	২.৯৪	৭.৭৬	১৫.৬৯	২৯.৩১	১১.২৭	৭.৭৬	৫২.৯৪	২০.৬৯	১৭.১৬	৩৪.৪৮
পরিবারের ছোটখাটো বিষয়ে পুরুষদেরই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন, খাবার কেনা, কাপড়চোপড় কেনা ইত্যাদি	১.৪৭	৩.৪৫	১৭.৬৫	২৭.৫৯	১৩.৭৩	৯.৪৮	৫০	৩১.৯	১৭.১৬	২৭.৫৯
রান্নাবান্না এবং বাড়ির কাজ করা পরিবারের সকল সদস্যের দায়িত্ব	২১.০৮	৩১.০৩	৬৩.৭৩	৪৪.৮৩	১১.৭৬	১৩.৭৯	২.৯৪	৯.৪৮	০.৪৯	০.৮৬
ঘরের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা	১৯.৬১	৩৭.৯৩	৭৫.৪৯	৪৩.৯৭	৪.৪১	১৩.৭৯	০.৪৯	৩.৪৫	.	০.৮৬
বাচ্চা প্রতিপালনের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা	২৩.০৪	৪৩.১	৬৯.৬১	৩৯.৬৬	৫.৩৯	১২.০৭	১.৯৬	৫.১৭	.	.
মেয়েদের গৃহস্থালি কাজের মূল্য ও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত	২৫.৯৮	৪০.৫২	৪১.৬৭	৩৫.৩৪	২৮.৪৩	২১.৫৫	২.৪৫	২.৫৯	১.৪৭	.

	দৃঢ়ভাবে একমত (%)		একমত (%)		নিরপেক্ষ (%)		অমত (%)		দৃঢ়ভাবে অমত (%)	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
গৃহস্থালি কাজ মেয়েদের করা উচিত, কারণ বাইরে কাজ করা নিরাপদ নয়	৮.৩৩	১৬.৩৮	২৯.৯	৩৯.৬৬	১৫.৬৯	১২.০৭	৩৮.৭৩	১৭.২৪	৭.৩৫	১৪.৬৬
বাচ্চাদের যত্ন নেয়া নারীদের কাজ, কেননা তারা জন্ম দেন	৬.৩৭	৭.৭৬	১১.২৭	১৮.১	১৫.২	১৬.৩৮	৪৮.৫৩	২২.৪১	১৮.৬৩	৩৫.৩৪
গর্ভাবস্থায় মেয়েদের ভালো খাবার দেয়া উচিত	৪৩.১৪	৪৯.১৪	৫৩.৪৩	৪৮.২৮	১.৯৬	০.৮৬	১.৪৭	১.৭২	.	.
গর্ভাবস্থায় নারীদের গৃহস্থালি কাজের চাপ কম থাকা উচিত	৪১.৬৭	৪৯.১৪	৫৫.৮৮	৪৬.৫৫	১.৯৬	২.৫৯	০.৪৯	১.৭২	.	.
১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়	৩৬.২৭	৫১.৭২	৬০.২৯	৪৪.৮৩	২.৪৫	.	০.৯৮	৩.৪৫	.	.
১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়	২৯.৪১	৪৬.৫৫	৬৩.২৪	৪৮.২৮	৩.৪৩	.	২.৪৫	৫.১৭	১.৪৭	.
স্ত্রীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন	৮.৮২	৬.৯	৪৮.৫৩	৩২.৭৬	৭.৮৪	৩.৪৫	২২.৫৫	৩১.০৩	১২.২৫	২৫.৮৬
স্ত্রীরা সন্তান সংখ্যা/দুটি সন্তানের মাঝে বিরতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন	১০.২৯	৮.৬২	৫৭.৩৫	৩৭.০৭	৮.৮২	২.৫৯	১১.৭৬	২৫	১১.৭৬	২৬.৭২
নারীদের নিজের জন্য কিছু সময় দেয়া উচিত, যদিও তারা ঘরের কাজ করেন (যেমন বই পড়া, খবর শোনা ইত্যাদি)	২৮.৯২	৩৯.৬৬	৬৫.৬৯	৪৮.২৮	৩.৯২	৯.৪৮	১.৪৭	২.৫৯	.	.

৬০ শতাংশের বেশি বিএনপিএসভুক্ত নারী মনে করেন, ঘরের কাজের দায়িত্ব সকলের এবং ৩১ শতাংশ নারী জোরালোভাবে জানিয়েছেন যে, এই দায়িত্ব সকলের (সারণি ১০)। অনুরূপ মনোভাব ৬৬ শতাংশ নারীই পোষণ করেন যে, স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করা। এ ছাড়া, বিএনপিএসভুক্ত নারীরা বেশি আশাবাদী ঘরের কাজে স্বামীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে। অথচ বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের নারীরা ততটা আশাবাদী নন। অন্যদিকে, খুব কমসংখ্যক পুরুষই এই ধারণা পোষণ করেন, যদিও ৫০ শতাংশ নারী (উভয় দল) গৃহস্থালি কাজে স্বামীদের সাহায্যের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। ২৬ শতাংশ বিএনপিএসভুক্ত দলের পুরুষ এবং ৪১ শতাংশ বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের পুরুষ উক্ত মত পোষণ করেন। বিএনপিএসভুক্ত দলের পুরুষদের ৬০ শতাংশ মতামত দিয়েছেন নারীদের বিয়ের বয়স হবে ১৮ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলে এই হার ৪৫ শতাংশ (সারণি ১১)। নারীদের সন্তান গ্রহণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়ে বিএনপিএস দলের ৪৫ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৬২ শতাংশ (সারণি ১১) একমত পোষণ করেন। অপরদিকে, বিএনপিএসভুক্ত দলের পুরুষদের ৪৯ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৫৭ শতাংশ মনে করেন, সন্তান গ্রহণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়ে নারীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সিদ্ধান্তগ্রহণ

পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে বিএনপিএস-এর সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সারণি ১২ : পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের মনোভাব

	নিজে সিদ্ধান্ত নেন		স্বামী সিদ্ধান্ত নেন		যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
খাবার খরচ/খুঁটিনাটি বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন?	৪৭.৫৫	৫৪.৩১	২৪.০২	২৬.৭২	২৮.৪৩	১৮.৯৭
বড়ো খরচের বিষয়; যেমন, জমি ক্রয় সম্পর্কে কে সিদ্ধান্ত নেন?	২.৪৫	২.৫৮	৪৪.১২	৫৯.৪৮	৫৩.৪৩	৩৭.৯৩
ছেলেমেয়েদের বিয়ের সিদ্ধান্ত কে নেন?	২.৯৪	১.৭২	১৬.১৮	৩১.০৩	৮০.৮৮	৬৭.২৪
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন?	১০.২৯	৯.৪৮	১৫.২	১৮.৯৭	৭৪.৫১	৭১.৫৫
বসতভিটার জিনিসপত্র (শাকসবজি ও অন্যান্য) বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত কে নেন?	৫৭.৩৫	৫৬.৯	১২.৭৫	২৯.৩১	২৯.৯	১৩.৭৯
আপনার বাড়ির বাইরে কাজ করার	১৯.১২	৮.৬২	৫২.৪৫	৬৫.৫২	২৮.৪৩	২৫.৮৬

	নিজে সিদ্ধান্ত নেন		স্বামী সিদ্ধান্ত নেন		যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন	
	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত	বিএনপিএসভুক্ত	বিএনপিএস-বহির্ভূত
সিদ্ধান্ত কে নেন?						
আপনার স্বামীর বাইরে কাজ করার সিদ্ধান্ত কে নেন?	৪.৪১	১.৭২	৮০.৪	৭২.৪১	১৫.২	২৫.৮৬
পিতামাতা/শ্বশুর-শাশুড়িকে টাকা দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কে নেন?	৬.৮৮	৩.৪৫	৩২.৮৪	৩৬.২১	৬১.২৭	৬০.৩৪
পরিবারের সঞ্চয় কোন খাতে ব্যবহৃত হবে সে সিদ্ধান্ত কে নেন?	১৯.৬১	১৩.৭৯	২৮.৪৩	৪৬.৫৫	৫১.৯৬	৩৯.৬৬
টাকা ধার করার সিদ্ধান্ত কে নেন?	১১.২৭	১২.০৭	৫১.৯৬	৫৯.৪৮	৩৬.৭৬	২৮.৪৫
পরদা/হিজাবের বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন?	৬২.২৫	৩২.৭৬	১৫.২	৩৪.৪৮	২২.৫৫	৩২.৭৬
পরিবারের আকার/বাচ্চা নেবার সময়ের ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত নেন?	৭.৩৫	২.৫৯	৫.৮৮	৩৬.২১	৮৬.৭৬	৬১.২১
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্বাচনের বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন?	১৫.৬৯	৬.৯	৭.৮৪	৩৬.২১	৭৬.৪৭	৫৬.৯

সারণি ১২ থেকে জানা যায় যে, পরিবারের ছোটখাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নারীরা স্বাধীনভাবে নেন। তবে বড়ো কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী মিলিতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকেন। সন্তান গ্রহণ, দুই সন্তানের মধ্যে বিরতি বা জন্মনিরোধক ব্যবহার বিষয়ে উভয়ে মিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকেন। পর্দা করা বা হিজাব গ্রহণ করার বিষয়ে বিএনপিএসভুক্ত দলের ৬২ শতাংশ নিজেরাই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার হার অনেক কম। নারীদের বাড়ির বাইরে কাজ করার বিষয়ে বিএনপিএসভুক্ত দলের ৫২ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৬৬ শতাংশ সিদ্ধান্ত স্বামীরা নেন।

ক্ষমতায়ন-সংক্রান্ত সূচক এবং তার গাণিতিক বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে আছেন; যথা ১. গতিশীলতা, ২. কাজের বণ্টন এবং ৩. সিদ্ধান্তগ্রহণ। এই সূচকগুলোর মাধ্যমে আমরা ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমতায়ন একটি ব্যাপক বিষয়, যা কেবল কয়েকটি সূচকের মাধ্যমে বিচার করা যায় না। ক্ষমতায়নে সাথে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় অসংখ্য বিষয় জটিলভাবে জড়িত, এই গবেষণায় আমরা তিনটি সহজ সূচকের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর

ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি ধারণা পাবার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমাদের এই মূল্যায়ন হাশেমী ও অন্যান্য (১৯৯৬)-এর গবেষণার ওপর নির্ভর করে করা হয়েছে।

ক্ষমতায়নের চারটি সূচককে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই গবেষণায় আমরা চারটি পৃথক ইনডেক্স বা সমন্বিত চলক তৈরি করেছি : ১. গতিশীলতার সমন্বিত চলক, ২. কাজ বণ্টনের সমন্বিত চলক, ৩. সিদ্ধান্তগ্রহণের সমন্বিত সূচক এবং ৪. কাজ বণ্টনের মনোভাবের সমন্বিত সূচক। সারণি ১৩ থেকে সারণি ১৬-এর মাধ্যমে সমন্বিত সূচকের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারণি ১৩ (ক) : সিদ্ধান্তগ্রহণ-সংক্রান্ত সূচক

১	খাবার খরচ/খুঁটিনাটি বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন?
২	বড়ো খরচের বিষয়; যেমন, জমি ক্রয় সম্পর্কে কে সিদ্ধান্ত নেন?
৩	ছেলেমেয়েদের বিয়ের সিদ্ধান্ত কে নেন?
৪	ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত কে নেন?
৫	বসতভিটার জিনিসপত্র (শাকসবজি ও অন্যান্য) বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত কে নেন?
৬	আপনার বাড়ির বাইরে কাজ করার সিদ্ধান্ত কে নেন?
৭	আপনার স্বামীর বাড়ির বাইরে কাজ করার সিদ্ধান্ত কে নেন?
৮	পিতামাতা/শ্বশুর-শাশুড়িকে টাকা দেবার সিদ্ধান্ত কে নেন?
৯	পরিবারের সঞ্চয় কী খাতে ব্যবহৃত হবে সে সিদ্ধান্ত কে নেন?
১০	টাকা ধার করার সিদ্ধান্ত কে নেন?
১১	পরদা/হিজাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত কে নেন?
১২	পরিবারের আকার/বাচ্চা নেবার সময়ের ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত নেন?
১৩	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কে নেন?

এই সমীক্ষায় আমরা জেনেছি যে, নারীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাকি উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নেন অথবা স্বামী এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন। যদি স্বাধীনভাবে বা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে নম্বর হবে ১, স্বামী কর্তৃক হলে ০। ফলে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ১৩ এবং সর্বনিম্ন '০'।

সারণি ১৩ (খ) : সিদ্ধান্তগ্রহণ-সংক্রান্ত সূচক

সিদ্ধান্তগ্রহণ-সংক্রান্ত সূচক	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
০-২	০.৪৯	৬.৮৯	২.৮১
৩-৫	৩.৪৩	২৯.৩১	১২.৮২
৬-৮	৩৪.৮১	২৫.৮৫	৩১.৫৭
৯-১১	৪৭.০৭	২৩.২৮	৩৮.৪৪
১২-১৩	১৪.২১	১৪.৬৬	১৪.৩৭

সিদ্ধান্তগ্রহণের সূচকের গড় মান হচ্ছে ৮.২৫, যা বিএনপিএসভুক্ত দলে ৯.১৩ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলে ৭.৪৬। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ সূচকের সারণি ১৩ (খ) থেকে জানা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার হার (৪৭.০৭ শতাংশ) বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের হার (২৩.২৮ শতাংশ) থেকে বেশি।

বিএনপিএসভুক্ত দলের গড় সূচক ৯-১১ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের গড় সূচক হচ্ছে ৩-১১। ফলে ধরে নেয়া যায় যে, বিএনপিএস-এর সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

সারণি ১৪-তে চলাচলের সূচকসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে উত্তরসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে— ১. অনুমতিসাপেক্ষে যেতে পারবে, নিজেই যেতে পারবে এবং অনুমতি নেই। এখানে 'অনুমতি নেই'-এর মান '০', 'অনুমতিসাপেক্ষে যেতে পারবে'র মান ০.৫ এবং 'নিজেই যেতে পারবে'র মান ১। প্রশ্নগুলো সারণি ১৪ (ক) এবং সূচকের মান ১৪ (খ)-তে দেয়া হয়েছে। মোট ৯টি প্রশ্ন আছে। সুতরাং সূচকের সর্বনিম্ন মান হবে '০' এবং সর্বোচ্চ ৯। সূচকের মান বেশি হলে নারীদের চলাচলের স্বাধীনতা বেশি।

সারণি ১৪ (ক) : চলাফেরা-সংক্রান্ত সূচক

১	নিজ বাড়ির বাইরে কাজে যাওয়া
২	মায়ের বাড়িতে যাওয়া
৩	প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়া
৪	ডাক্তারের কাছে যাওয়া
৫	বন্ধুবান্ধব/আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া
৬	বাজারে/কেনাকাটা করতে যাওয়া
৭	যাত্রা/মেলা/সিনেমায় যাওয়া
৮	ধর্মীয় কর্মকাণ্ড; যথা পূজা/মাজার/মসজিদে যাওয়া
৯	সমিতি/সমবায়/নারী সংগঠনে যাওয়া

সারণি ১৪ (খ) : চলাফেরা-সংক্রান্ত সূচক

চলাফেরা-সংক্রান্ত সূচক	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
০-৩	০	৬.৯	২.৫
৩.৫-৪.৫	১১.২৭	২৭.৫৮	১৭.১৯
৫-৬	৩৮.৭৩	২৬.৭৩	৩৪.৩৮
৬.৫-৭.৫	৩২.৮৪	১১.২	২৫
৮-৯	১৭.১৬	২৭.৫৮	২০.৯৪

উভয় দলের চলাচল সূচকের গড় মান হচ্ছে ৬.০৭। বিএনপিএসভুক্ত দলের গড় মান ৬.০২ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের গড় মান হচ্ছে ৫.৭৪। বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের মাত্র ৬.৯ শতাংশে চলাচল সূচকের মান ৩। গড়ে ২.৫ শতাংশ নারীর চলাফেরা-সংক্রান্ত সূচকের মান ৩ বা তার নিচে। সুতরাং বলা যায়, বিএনপিএসভুক্ত দলের নারীদের বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের নারীদের তুলনায় চলাচলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বেশি।

কাজের বণ্টনমূলক সূচকের ক্ষেত্রে যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে মান হবে ১ এবং জবাব 'না' হলে মান হবে '০'। সুতরাং সর্বোচ্চ মান হবে ৯ এবং সর্বনিম্ন '০'। এক্ষেত্রে মান যত বেশি, স্ত্রীর গৃহস্থালির কাজে স্বামীদের সহযোগিতাও বেশি। সারণি ১৫ (ক) ও ১৬ (খ)-তে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

সারণি ১৫ (ক) : কাজের বণ্টন-সংক্রান্ত সূচক

১	রান্নাবান্না/খাবার প্রস্তুতকরণ
২	ধোয়ামোছা
৩	বাচ্চাদের যত্ন নেয়া
৪	বাচ্চাদের পড়ানো
৫	পশুপাখি পালন
৬	পরিবারের বয়স্ক/অসুস্থ সদস্যদের দেখাশোনা করা
৭	অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ (উল্লেখ করুন)
৮	রান্নার জন্য জ্বালানি সংগ্রহ
৯	পানি ব্যবস্থাপনা (দূর থেকে পানি নিয়ে আসা)

সারণি ১৫ (খ) : কাজের বণ্টন-সংক্রান্ত সূচক

কাজের বণ্টন-সংক্রান্ত সূচক	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
০	৫৪.৯	৫৮.৬২	৫৬.২৫
১	২৬.৯৬	২৪.১৪	২৫.৯৪
২	১২.২৫	১২.৯৩	১২.৫
৩	২.৯৪	১.৭২	২.৫
৪	২.৪৫	১.৭২	২.১৯
৫	০	০.৮৬	০.৩১
৬	০.৪৯	০	০.৩১

উভয় দলের কাজের বণ্টনমূলক সূচকের গড় মান ০.৭০, যেখানে বিএনপিএসভুক্ত দলের গড় মান হচ্ছে ০.৭৩ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের গড় মান হচ্ছে ০.৬৬। বিএনপিএসভুক্ত দলের ২৭ শতাংশ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ২৪ শতাংশের গড় মান হচ্ছে ১। অপরদিকে ৫৪.৯ শতাংশ বিএনপিএসভুক্ত নারী জানিয়েছেন যে, তাদের স্বামীরা তাদের কোনো কাজে সাহায্য করেন না; বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ক্ষেত্রে এই হার ৫৮.৬২ শতাংশ।

সারণি ১৬ (ক)-তে মনোভাব সূচকের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর জবাবকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা, দৃঢ়ভাবে একমত, একমত, নিরপেক্ষ, অমত, দৃঢ়ভাবে অমত। 'নিরপেক্ষ'-এর মান হচ্ছে '০' এবং বাকি চারটির মান -১ থেকে ১। মান যত বেশি হবে, মনোভাবের দিক থেকে তা তত বেশি নারীর ক্ষমতায়ন সহায়ক বোঝা যাবে।

সারণি ১৬ (ক) : মনোভাব-সংক্রান্ত সূচক

১	মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত নয়, বরং পরিবারের দেখাশোনা করা উচিত
২	সুযোগ থাকলে মেয়েদের বাইরে কাজ করা উচিত
৩	পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরুষদেরই কেবল সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন, বাচ্চাদের পড়াশোনা, মেয়ের বিয়ে, কেনাকাটা ইত্যাদি
৪	পরিবারের ছোটখাটো বিষয়ে পুরুষদেরই শুধু সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হওয়া উচিত; যেমন, খাবার কেনা, কাপড়চোপড় কেনা ইত্যাদি
৫	রান্নাবান্না এবং বাড়ির কাজ করা পরিবারের সকল সদস্যের দায়িত্ব
৬	ঘরের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা
৭	বাচ্চা প্রতিপালনের কাজে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের সাহায্য করা
৮	মেয়েদের গৃহস্থালি কাজের মূল্য ও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত
৯	গৃহস্থালি কাজ মেয়েদের করা উচিত, কারণ বাইরে কাজ করা নিরাপদ নয়
১০	বাচ্চাদের যত্ন নেয়া নারীদের কাজ, কেননা তারা বাচ্চা জন্ম দেন
১১	গর্ভাবস্থায় নারীদের ভালো খাবার দেয়া উচিত
১২	গর্ভাবস্থায়, নারীদের গৃহস্থালি কাজের চাপ কম থাকা উচিত
১৩	১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়
১৪	১৮ বছরের পর একটি মেয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়
১৫	স্ত্রীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন

১৬ স্ত্রীরা সন্তান সংখ্যা/দুটি সন্তানের মাঝে বিরতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন

১৭ নারীদের নিজেদের জন্য কিছু সময় দেয়া উচিত, যদিও তারা ঘরের কাজ করেন (যেমন বইপড়া, খবর দেখা ইত্যাদি)

সারণি ১৭ (খ) : মনোভাব-সংক্রান্ত সূচক

মনোভাব-সংক্রান্ত সূচক	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
<=০	০	২.৫৮	০.৯৪
০.৫-২.৫	২.৪৫	৮.৬২	৪.৬৯
৩-৫	২০.৫৮	১৯.৮২	২০.৩১
৫.৫-৭.৫	২৯.৯	১৬.৩৮	২৫
৮-১০	১৭.১৫	২১.৫৪	১৮.৭৬
১০.৫-১২.৫	২৪.০১	২৪.১৩	২৪.০৬
১৩-১৫	৫.৮৮	৬.৯	৬.২৬

মনোভাব সূচকের গড় মান ৭.৮৩। বিএনপিএসভুক্ত দলের গড় মান ৭.৯৫ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের গড় মান ৭.৬১। সারণি ১৬ (খ)-তে দেখা যায়, ২৯.৯ শতাংশ বিএনপিএসভুক্ত দলের গড় মান ৫.৫-৭.৫। বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ১৬.৩৮ শতাংশের মানও একই। সুতরাং এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বিএনপিএসভুক্ত দলের পুরুষদের মনোভাব নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে বেশি সহায়ক।

নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে নারীদের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যাবে। নির্দিষ্ট চারটি সূচকের মোট স্কোর হচ্ছে ৪৮ (১৩+৯+৯+৭)। সমন্বিত সূচকের গড় হচ্ছে ২৩.১২। বিএনপিএসভুক্ত দলের জন্য এই মান ২৪.০৬ এবং বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের জন্য ২১.৪৭।

সারণি ১৭ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিএনপিএসভুক্ত দলের ১ শতাংশেরও কমের ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচকের মান ১১-১৩, অপরপক্ষে বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের ৭.৭৬ শতাংশের এই মান রয়েছে। সুতরাং ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচকের মানের ভিত্তিতে বিএনপিএসভুক্ত দলের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো।

সারণি ১৭ : ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচক

সমন্বিত সূচক	বিএনপিএসভুক্ত (%)	বিএনপিএস-বহির্ভূত (%)	মোট উপাত্তের গড় (%)
<= ১০.৫	০	৬.৯	২.৫
১১ - ১৩	০.৯৮	৭.৭৬	৩.৪৪
১৩.৫ - ১৫.৫	৪.৯	১৩.৭৯	৮.১৩
১৬ - ১৮	৫.৮৮	১৪.৬৬	৯.০৬
১৮.৫ - ২০.৫	১৪.৭১	১২.০৭	১৩.৭৫
২১ - ২৩	১৭.৬৫	৭.৭৬	১৪.০৬
২৩.৫ - ২৫.৫	২০.১	৪.৩১	১৪.৩৮
২৬ - ২৮	১৩.৭৩	৬.০৩	১০.৯৪
২৮.৫ - ৩০.৫	৮.৮২	৬.০৩	৭.৮১
৩১ - ৩৩	৯.৩১	১১.২১	১০
৩৩.৫ - ৩৫.৫	২.৯৪	৮.৬২	৫
৩৬ - ৩৮	০.৯৮	০.৮৬	০.৯৪

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে সচেতনতামূলক কর্মসূচির ইতিবাচক দিক প্রকাশ পেয়েছে। বিএনপিএস-এর কার্যক্রমের প্রভাব আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি গাণিতিক বিশ্লেষণ করেছি। এখানে আমরা যে চলকগুলো ব্যবহার করেছি, তা হচ্ছে উত্তরদাতার বয়স, শিক্ষা, পেশা (কৃষি বনাম অকৃষি), পরিবারপ্রধানের শিক্ষা, পরিবারের আয়তন, মাসিক আয়, গ্রাম ও শহরভিত্তিক অবস্থান, চাকুরির ধরন ইত্যাদি।

সারণি ১৮ : ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচকের গাণিতিক বিশ্লেষণ

চলকসমূহ	চলকসমূহের বিবরণ
composite Index	ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচক
d_participation	অংশগ্রহণ সূচক (১ যদি বিএনপিএস কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়)
d_occu	পেশার খাত (১ যদি অকৃষি হয়)
age	বয়স
age_sq	বয়সের বর্গ
education	অংশগ্রহণকারীর শিক্ষাকাল
head_edu	পরিবারপ্রধানের শিক্ষাকাল
hh_mem	পরিবারের সদস্যের সংখ্যা
pc_hh_inc	মাথাপিছু পারিবারিক আয়
inc_earnr	পেশা (১ যদি আয়মুলক কাজে জড়িত হয়)
Rural	অঞ্চল (১ যদি গ্রাম এলাকা হয়)

ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচক	Coefficient (Standard Error)
d_participation	২.৪০০***
	(০.৭০৯)
Age	-০.০৬০
	(০.১৯৮)
age_sq	০.০০১
	(০.০০৩)
Education	০.০০২
	(০.১২০)
head_edu	০.০৭৬
	(০.১০৫)
hh_mem	-০.৪৬৩**
	(০.২২৬)
pc_hh_inc	০.০০০
	(০.০০০)
inc_earnr	-০.৭৪৭
	(১.০৪০)
d_occu	৩.৭২৬***
	(০.৭৫৯)
Rural	-৩.০২৫***
	(০.৮২৯)
_cons	২২.৮৮৯***
	(৩.৮৬২)

ক্ষমতায়নের সমন্বিত সূচক	Coefficient (Standard Error)
মোট উপাত্তের সংখ্যা	৩২০

নোট : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

সারণি ১৮ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ ক্ষমতায়নে জোরালো ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদি কোনো নারী আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে সূচক ৩.৭ একক বেড়ে যায়। তা ছাড়া, শহরের নারীদের চেয়ে গ্রামের নারীদের সূচক কম। বিএনপিএসভুক্ত দলের নারীর ক্ষমতায়ন সূচকের মান বিএনপিএস-বহির্ভূত দলের চেয়ে ২.৪ পয়েন্ট বেশি, যা সচেতনতামূলক কর্মসূচির ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছে।

গুণগত বিশ্লেষণ

বিএনপিএসভুক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত আর বহির্ভূত পুরুষ ও নারীদের নিয়ে মোট ৮টি এফজিডি করা হয়েছে। এই এফজিডিগুলোতে বাচ্চাদের দেখাশোনা, গৃহস্থালি কাজ, নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, পরিবার পরিকল্পনায় নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও আলোচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। যখন এফজিডিতে গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়ন/স্বীকৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন সকলেই 'হ্যাঁ'সূচক জবাব দিয়েছেন। তবে গৃহস্থালি কাজে পুরুষদের সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ধরনের কারণ তুলে ধরেন; যথা ১. পুরুষ ও নারী একে অপরের সহযোগী; ২. একজনের পক্ষে সকল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়; ৩. গৃহস্থালি কাজে শারীরিক ও মানসিক চাপ রয়েছে। এসব কারণে কাজের ভাগাভাগি করা প্রয়োজন। এফজিডিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। বিএনপিএসভুক্ত দলের নারীরা জানিয়েছেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ/পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকেই মতামত দিয়েছেন যে, দুই সন্তানের মাঝে ৩ থেকে ৫ বছরের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা সম্মতি প্রকাশ করেন, কারণ তারা মনে করেন নারীরা পরিবারেরই অংশ। সুতরাং তাদের মতামত জানা জরুরি। তারা আরো জানান যে, সিদ্ধান্তগ্রহণে পরিবারের সকল সদস্যদের মতামত বিবেচনা করা দরকার।

পুরুষদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারা গৃহস্থালি কাজে তাদের স্ত্রীদের সাহায্য করেন কি না, তখন তারা 'হ্যাঁ'সূচক জবাব দেন এবং বলেন যে, তারা বাচ্চাকে গোসল করান, স্কুলে নিয়ে যান, লাকড়ি জোগাড় করেন, গরু-বাছুরের জন্য খাবার জোগাড় করেন, খাবার পানি আনেন এবং কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করেন। তবে অনেকে বলেছেন যে, তারা ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করেন না এবং কেন সাহায্য করেন না তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন; যেমন, তারা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করার সময় পান না। কোনো কোনো পুরুষ জানিয়েছেন যে, গৃহস্থালির কাজ কীভাবে করতে হয় তা তারা জানেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কিছু পুরুষ জানিয়েছেন যে, যদি তারা তাদের স্ত্রীদের সাহায্য করেন তা হলে অন্যরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা করবে। এই তথ্য থেকে একটা বিষয় জানা গেল যে, কেবল পুরুষের ইচ্ছা বা মনোভাবই নয়, সমাজের নেতিবাচক এবং পশ্চাৎপদ মনোভাবও নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড়ো প্রতিবন্ধক, যেজন্য অনেক পুরুষ স্ত্রীদের সাহায্য করতে পারেন না।

এফজিডির সময় নারীদেরও একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের জবাবের ভিত্তিতে জানা যায় যে, কিছু নারীর স্বামী তাদের কাজে সহায়তা করেন, যেমন বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, লাকড়ি জোগাড় করা, খাবার পানি আনা এবং কৃষিকাজে সাহায্য করা। এক্ষেত্রে তাদের জবাবগুলোর সাথে তাদের

স্বামীদের জবাবের মিল আছে। আবার যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, কেন তাদের স্বামীরা তাদের সহযোগিতা করেন না, সেক্ষেত্রেও তাদের জবাবের সাথে তাদের স্বামীদের জবাবের মিল পাওয়া গেছে।

অবশ্য তারা এ-ও জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীরা মনে করেন, গৃহস্থালিতে নারীদের তেমন কোনো কাজ নেই। অনেক নারী জানান যে, বাড়ির বয়স্করা অনেক সময় পুরুষদের গৃহস্থালি কাজ করার বিষয়টি ভালোভাবে দেখেন না এবং তাদের এই মনোভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাহায্য করেন না। আবার কিছু কিছু নারী মনে করেন যে, পুরুষদের পক্ষে নারীদের গৃহস্থালির কাজ করা সম্ভব নয় এবং তারা এ ধরনের কাজ সঠিকভাবে করতে পারেন না।

নারীদের ঘরের বাইরে কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে পুরুষ এবং নারী উভয়েই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেন; যেমন, কাজের জায়গার দূরত্ব, কাজ পাওয়ার সমস্যা, কাজের জায়গার বিরূপ পরিবেশ ইত্যাদি। এছাড়া অনেকে সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন। কিছু কিছু পুরুষের মতে বাইরে কাজ করা পরিবারের জন্য সম্মানহানিকর এবং সে কারণে তারা স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা পছন্দ করেন না।

অনেকের মতে, যদি পরিবারে কোনো আর্থিক সমস্যা না থাকে তাহলে নারীদের বাইরে কাজ করার কোনো দরকার নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, রক্ষণশীল মনোভাব এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীদের বাইরে কাজের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। অন্য এক প্রশ্নে নারীদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন তারা বাইরের কাজে বেশি যান না, তখন তারা অনেক ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে : নিরাপত্তার অভাব, কাজের দুষ্প্রাপ্যতা, কাজের জায়গার অভাব, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ইত্যাদি। অন্যান্য কারণের মধ্যে তারা অল্প বেতন, শিশুযত্নের ব্যবস্থা না থাকা এবং গৃহস্থালি কাজের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

অনেকে নারীদের বাইরে কাজে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারি নীতিমালার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা মনে করেন, নারীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার মতো পরিকল্পনা সরকারিভাবে থাকতে হবে। নারীরা গৃহস্থালির কাজসহ সকল কাজের নীতিমালা প্রণয়ন, মাতৃকালীন ছুটি ও নৈমিত্তিক ছুটি এবং নৈতিক স্থিতাবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সবশেষে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নারী এবং পুরুষ উভয়েই জানান যে, নারীর ক্ষমতায়ন নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর। সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্যতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। তারা আরো জানান যে, শিক্ষার ফলে নারীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারেন, স্বামী ও পরিবারকে সাহায্য করতে পারেন। নিজেদের আয় দ্বারা একজন ক্ষমতাবান নারী তার দাবি আদায়ের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে সক্ষম হন। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিয়ে পিছান, যৌতুক না দেয়ার মতো পদক্ষেপও নিতে পারেন। সুতরাং ক্ষমতায়ন হচ্ছে উল্লিখিত সকল সূচকের সমন্বয়।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

উপরে উল্লিখিত পরিমাণগত ও গুণগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপসংহারে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ছাড়াও বেশ কিছু সামাজিক কারণে নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নারীদের গৃহস্থালি কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক অন্তরায়, পরিবারের বাধা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিষয়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের এসব অন্তরায়ের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীই বাধ্য হন গৃহস্থালি কাজ ও সন্তান লালনপালনে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে এবং এই অবস্থা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশাল অন্তরায়। গৃহস্থালি ও প্রজননমূলক কাজের আর্থিক মূল্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় আয় গণনায় এসব কাজের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় না এবং শ্রমজাবারেও এর

কোনো স্বীকৃতি নেই। নারীদের গৃহস্থালি ও প্রজননকাজের মূল্য ও স্বীকৃতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমাদের এই গবেষণার ভিত্তিতে এক্ষেত্রে কিছু সুপরিশ প্রদান করা হলো :

গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও কর্মভার লাঘব করা প্রসঙ্গে সুপারিশমালা

- নারীদের অস্বীকৃত কাজের ব্যাপারে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এটাকে দৃশ্যমান করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং পরিকল্পনা কমিশনকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। বিবিএস ইতোমধ্যে এই কাজের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ২০১২ সালে 'টাইম ডায়রি' নামে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই ধরনের গবেষণা ভবিষ্যতে চালু রাখা দরকার, যার মাধ্যমে নারীদের অস্বীকৃত কাজের মূল্যয়ন করা সম্ভব হবে।
- নারীদের গার্হস্থ্য কর্মভার কমানোর জন্য সরকারের অবকাঠামো উন্নয়ন করা জরুরি। এক্ষেত্রে খাবার পানির ব্যবস্থা করা, গ্রাম এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, জ্বালানিকাঠ সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।
- নারীদের গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এফজিডি, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বিশাল অন্তরায়। এই মনোভাব পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, কবি ও সমাজসেবক নারীদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য গর্ভকালীন ভাতার ব্যবস্থা থাকলেও এর পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। যেহেতু অধিকাংশ নারী আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত নন, তাদের গর্ভকালীন ভাতার আওতায় আনার ব্যাপারটি কার্যকর করতে নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- সেবামূলক/গার্হস্থ্য কাজকে বিধিবদ্ধ করা হলে গার্হস্থ্য কর্মভারের কার্যকর অপনোদন সম্ভব হবে। এজন্য আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে গৃহস্থালির কাজকে অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

মজুরিভিত্তিক কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা

- বাড়ির বাইরের কাজে নারীদের উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নারীদের বাড়ির কাজের চাপ কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে শহর এলাকায় যে সকল নারী বাড়ির বাইরে কাজ করেন, তাদের বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- ছয় মাসের মাতৃকালীন ছুটির আইন থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও অনানুষ্ঠানিক খাতে এই আইনের প্রয়োগ সীমিত। অধিক সংখ্যক নারী যাতে শ্রমবাজারে কাজের জন্য আসতে পারেন, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই আইনের প্রয়োগ সতর্কভাবে মনিটর করতে হবে।
- নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান ও ঘরের কাজের সুযোগ প্রদানের জন্য তাদের কাজের সময়ে স্থিতিস্থাপকতা আনতে হবে। এক্ষেত্রে পার্টটাইম কাজের ব্যবস্থা ও সুবিধাজনক সময়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে অধিক সংখ্যক নারী কাজ করতে উৎসাহী হবে।

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাল্যবিয়ে একটি বড়ো ধরনের সমস্যা। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ের কারণে নারীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা ঘরে থাকতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে ঘরের কাজ এবং প্রজননভিত্তিক দায়িত্ব পালনেই তাদের নিয়োজিত থাকতে হয়। বাল্যবিয়ে বন্ধ করা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং এ বিষয়ে সরকারের কঠোর মনোভাব দরকার।

- কর্মক্ষেত্রে নারীরা যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেজন্য কঠোর আইন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা উপবিভাগ খোলা যেতে পারে, যাতে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করা যায়।

- দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রতিটি জেলাকে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত করতে হবে।

- নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের ব্যবস্থা করতে এবং কৃষিখাতের বেতনভুক্ত কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে সরকারি-বেসরকারিভাবে ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা ও থানাভিত্তিক তথ্যকেন্দ্রগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং স্বল্পসুদে ও বিনা জামানতে নারীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাংলাদেশের জটিল উত্তরাধিকার আইনের প্রেক্ষাপটে জমির ওপর নারীদের অধিকার প্রায়ই স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। এটি কৃষিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করায় বড়ো বাধা হিসেবে কাজ করে। এর ফলে জমি বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ক্রয়ের জন্য জামানত দিতে না পারায় তারা ঋণসুবিধা নিতে পারেন না। নারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এসব বাধা দূরীকরণে সরকারের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার।

- নারী-পুরুষে যেকোনোরকম মজুরি বৈষম্য দূর করায় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে তারা শ্রমবাজারভুক্ত কাজে আগ্রহী হতে পারেন।

- শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উপেক্ষিত অন্তরায় হচ্ছে যানবাহন স্বল্পতা এবং সুলভ বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকা। নারীরা যাতে মূলধারার শ্রমবাজারে কাজের প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হন, সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একত্রে নিরাপদ যানবাহন ও সুলভ বাসস্থানের জন্য কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য বেসরকারি খাতকে স্বল্পসুদে ঋণ দিতে পারে, যাতে মালিকগণ শ্রমিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ছাড়া, ঢাকার বাইরে গার্মেন্টস কারখানাসহ গার্মেন্টস পল্লি স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সায়মা হক বিদিশা সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফেলো, সানেম। sayemabidisha@gmail.com
ইশরাত জাহান গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)। i_jahan21@yahoo.com